দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

মাদ্রাসা শিক্ষার অব্যাহত অগ্রযাত্রা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাখিল শ্রেণী বিন্যাস ঃ পূর্বে দাখিল পরীক্ষার মান ৮ম শ্রেণী ধরা হত। ১৯৮৫ ইং সন থেকে দাখিল শ্রেণীর মান ১ম—১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সমন্বিত পাঠ্যক্রমে (ইনটেগ্রেটেড মর্ডানাইজড সিলেবাসের আওতায়) বিন্যাসিত করে সার্বিকভাবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মূলতঃ সদাশয় সরকারের এ জাতীয় বাস্তবমুখী যাবতীয় ব্যবস্থা দেশের অগুণতি মুসলিম জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অশেষ শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি, মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র আজ আর পূর্বের মত বেকার নেই, মাধ্যমিক মানের দাখেল পাস করে দেশের বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের গর্বিত মনে করছে এবং সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ দাখিল পর্যন্ত আরবী জ্ঞান আহরণ করার সুবিধায় আরবী টাইপ শিখে, শর্টহ্যাণ্ড শিখে মোটা বেতনে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অফিস আদালতে অতি গৌরবের সাথে বা-ইয্যত নিয়ে চাকুরী করছে। এটা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের শত শত শিক্ষক ও অভিভাবকের জন্য পরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তির ব্যাপার। কেননা, পূর্বে এদের এক বিরাট অংশ বেকার অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হত বা কেউ, কেউ সমাজের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকত। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই— তারা বাস্তবমুখী মডার্ন শিক্ষা এবং সমন্বিত শিক্ষায় গর্বিত নাগরিক। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান আমলেও যে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ও করুণায় আজ সদাশয় সরকার তা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।

বস্তুতঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সমগ্র দেশে মাত্র একটি বোর্ড) বেকারত্বের অভিশাপ থেকে আলেম সমাজ তথা গোটা ছাত্র তথা মাদ্রাসা ছাত্র সমাজকে হেফাজত করার লক্ষ্যে যুগের চাহিদা অনুসারে পুরাতন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন করতঃ বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসার জন্য যুগোপযুগী নতুন পাঠ্যক্রম দেশের প্রখ্যাত আলেম, জ্ঞানী-গুণীজন ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নব নব পুস্তক প্রকাশনার সমাহারে প্রবর্তন করতঃ জাতিকে উপহার দিয়েছেন এবং এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠযশা দেশবরণ্যে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা 'রিভিউর' এক বিরাট দায়িত্ব অতিশীঘ্র পরিসমাপ্তির পথে। এ কাজে বোর্ড অহর্নিশ নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে এবং সদা-সর্বদা গঠনমূলক যে কোন পরামর্শ, অভিমত ও সমালোচনার দ্বার অবারিত রেখেছে। দেশের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাসমূহের অধ্যক্ষ সাহেবান, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণতম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, মাদ্রাসা বোর্ডের ডিপুটেড অফিসারস ও নিজস্ব অফিসারস ও সকল কর্মচারী— এক কথায় সবাই মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের সফল বাস্তবায়নে নিজেদের অবদান রেখে দুনিয়া ও আখেরাতে ধন্য হতে চান।

আধুনিকায়নের প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে যে, ছাত্র সমাজে আজ 'আমালিয়াত' বা বেশ-ভূষায় পরিবর্তন আসছে; অনেককে মাদ্রাসার ছাত্র বলে চেনাই যাচ্ছে না ইত্যাদি।

এক কথায়, এর উত্তর দেয়া সহজ নয়। আবার সকল ছাত্রের ব্যাপারে, যেমন কে, কি জন্য, কোন অবস্থায় পড়ে মডার্নভাবে চলতে শিখল বা নতুন করে মডার্নিটি গ্রহণ করছে, ইত্যাদি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্নতর হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এখানে অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে মডার্ন সায়েন্স, বিজ্ঞান ও জেনারেল এডুকেশনের বহু শিক্ষক ছাত্রেরাও আজকাল মাদ্রাসীয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লেকচারার ও বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান রয়েছেন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে, চলাফেরা করে বিভিন্ন বিষয় পড়ে ও দেখে কোন কোন কিশোর কোমলমতি বালক অনুকরণ করে এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও সে যখন মনে করে যে সমমানের দিক দিয়ে আমিও তো সাধারণ শিক্ষাধারার ছেলেদের মতই তখন বাল্যের কচি মন মানস মডার্ন বা বিচিত্র লেবাসের প্রতি ঝুঁকে পড়া আসৌ অস্বাভাবিক নয়! ঠিক এমনি সময় তার পারিবারিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, মুরুব্বিজনের হেদায়েত-নছীহত আদেশ-নির্দেশই তাকে (মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা নিয়েও) আধুনিকতা বা অত্যাধুনিকতা থেকে রক্ষা

প্রফেসর এম এ রকিব

চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

করতে পারে। কামিল, আসাতিয়া ও বুজুর্গ মহান ব্যক্তি পীর মুর্শিদদের সোহ্বত সংশ্রব ও তাকে ইসলামী লেবাস, আলেম ছাহেবানের ঐতিহ্যবাহী লেবাসে ও আখলাকে অভ্যস্ত ও আকৃষ্ট করতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য, গার্জিয়ানের সতর্ক দৃষ্টি, কামিল উস্তাজের খাছ নজরই তাকে অত্যাধুনিকতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।

অপরপক্ষে, মহিলা মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা খুবই উন্নত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ইসলামী ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত বোরকা পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের ইসলামিক কায়দায় 'ক্লাসে' উপস্থিত দেখা যায়। এদের অধিকাংশই সনাতন পদ্ধতিতে অত্যন্ত আদব কায়দায় ইসলামিক চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এবং অচিরেই সমন্বিত সিলেবাসের আধুনিক শিক্ষায় ও মাদ্রাসায় পড়েও এরা সমগ্র দেশে ধর্মীয় ভাবধারার ইতিহাস ও ঐতিহ্য কায়েম করতে সমর্থ হবে।

আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতে এসব মুসলিম মায়েদের পরিচর্যায় আগামী দিনের মুসলিম নাগরিক ভবিষ্যতের সোনার মানুষের সেবায় আমাদের এ দেশ পরিব্রতায় ভরে উঠবে। (আত্তফালুল ইয়াওম, রিজালুল গাদ' বা সহবতে সালেহ্ তুরা সালেহ্ কুনাদ— অর্থাৎ তালে' তুরা তালে কুনাদ— অর্থাৎ আজকের শিশু, আগামী দিনের নাগরিক বা সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সংগে সর্বনাশ! জাতীয় কথাগুলো এ প্রসঙ্গে স্মতব্য)।

আগের দিনে মাদ্রাসায় উর্দু ও ফার্সী ভাষা থাকলেই মাদ্রাসা শিক্ষায় নাম করা যেত। বিজ্ঞান চর্চা ছিল না; ইংরেজী ভাষারও আধিক্য ছিল না। অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি ছিল না; মানতিক বালাগত, ফেকমত, ইত্যাদির আধিক্য ছিল। বর্তমানে এগুলো সব উঠিয়ে দিয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে, এটা বলে (ঢালাওভাবে মন্তব্য করা হলে) ভুল করা হবে বরং এগুলো এমনকি ফার্সি ভাষার সুগ্রাঁথন গ্রাবাবলী সবই আছে, তবে 'অফশোন্যাল' বা ঐচ্ছিক/অতিরিক্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছে করলে পড়তে পারে— সেসব উঠানো হয়নি।

মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল না, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ, অনেক ছাত্র এ ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন পরীক্ষা, এডমিশন টেস্ট ইত্যাদিতে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নবযুগ ও নব অধ্যায়ের সূচনা করছে। যদিও এদের অনেকেই অত্যন্ত কষ্ট করে পড়াশুনা চালায়। বোর্ডের সামান্য বৃত্তির উপর ভর দিয়ে অনেকের পড়াশুনা শত দৈন্যতার মাঝে চলে। এদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার জন্য বড় রকমের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। আজো ওদের জন্য চ্যালেলরস এ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

'৮৯-এর ফাজেল সমমান ডিগ্রীর বিষয়টি বিবেচিত হলে আশা করা যায় এদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে যেমন বি, সি, এস, (বিভিন্ন ক্যাডারে) আরো অনেক প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে, এরা বোর্ডের সুনাম বৃদ্ধি করতে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে।

উল্লেখ্য, ফাজিল ও কামিল সনদপ্রাপ্তরা মাদ্রাসার চাকুরী ক্ষেত্রে যথাক্রমে বি, এ ও এম, এ পাসদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। কিন্তু মাদ্রাসার বাইরের চাকুরী ক্ষেত্রে তেমন সুবিধে পায় না। ১৯৮৭ সনে আলিম পরীক্ষায় এইচএসসি মানের সাধারণ বিষয়সমূহ ও পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সনের আলিম পাস পরীক্ষার্থীরা ১৯৮৯ ইং সনের ফাজিল পরীক্ষায় অংশ নেবে বিধায় '৮৯-এর ফাজিল ডিগ্রী মানের হিসেবে পাঠ্যসূচীও সেভাবে তৈরী করে ইতিমধ্যে শিক্ষাবর্ষ চালু রয়েছে বিএ/স্নাতক বা ডিগ্রী স্টাণ্ডার্ডের বইপত্রসহ। ইনশাআল্লাহ চলতি সনেই এরা বেরিয়ে আসছে এবং ইতিমধ্যেই এদের ডিগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ও উপযুক্ততার জন্য যাবতীয় ডকুমেন্টস্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়সমূহ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেকই করা হচ্ছে এবং বাস্তবে

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মাদ্রাসা শিক্ষার অব্যাহত অগ্রযাত্রা

রূপলাভ করার পর মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনজনিত সঠিক সাফল্য হিসেবেই প্রতিভাত হবে।

মূলতঃ ১৯৮৩ সন থেকে বোর্ড অধ্যাদেশ মোতাবেক মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সকল বিষয়ের যুগোপযুগি পাঠ্যসূচী রয়েছে। প্রণীত পাঠ্যসূচীর আলোকে শত শত পুস্তক-কেতাবাদি প্রকাশ করা হয়েছে যা দেশের প্রায় ১৮০০০— হাজার মাদ্রাসায় কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করে মাদ্রাসা টেক্সট বুক উইং বিরাট সাফল্য ও রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক সমমানে আনার পর '৮৪ সনে পাঠ্যসূচীর উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা সকল মহলকে যুগপৎভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছে। পরিকল্পনা মোতাবেক জাতীয় জীবনের অভিন্ন সমস্যা এবং ইসলামি ঐনের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে দাখিল, আলিম ও ফাজিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচী (কারিকুলাম) নতুনভাবে (মডার্নাইজড) বিন্যস্ত করা হয় এবং এতে সাধারণ বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, মুজাব্বিদ বিভাগ ও হিফজুল কোরআন বিভাগ ইত্যাদি অনুমোদিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আল-কোরআন, হাদিস, ফিক্হ উছুল, আরবী ভাষা ইত্যাদি বিষয়গুলো অভিন্ন রেখে সাধারণ বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং মুজাব্বিদ ও হিফজুল কোরআনের বিষয়গুলো খুবই বৈজ্ঞানিকভাবে সাজানো হয়েছে। সার্বিকভাবে পাঠ্যসূচী উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কারিকুলাম এণ্ড টেক্সট বুক উইং খোলা হয়েছে যা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই সদাশয় সরকার '১৯৮৫ সন থেকে দাখিলকে সাধারণ শিক্ষার এসএসসি মান এবং আলিমকে এইচএসসির সমমানের স্বীকৃতি প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ দেশের অযুত ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতার অশেষ শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা বিদ্যমান কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য এ যাবত ট্রেনিং-এর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ বিষয়েও আলাপ-আলোচনা করা হচ্ছে। পি, টি, আই বা বি, এড, এম, এড. বা দেশে বিদেশে শিক্ষকদের ট্রেনিং না থাকলে ভাল-শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে, নিম্নমানের শিক্ষাদানের পর সর্বোচ্চ মানের ছাত্র তৈরী প্রায় অসম্ভব। অধিকন্তু এমন কোন মাদ্রাসা নেই যেখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব নেই এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকও প্রায় মাদ্রাসায় নেই। ট্রেইড শিক্ষকের অভাব; আর্কিড, অনটন, প্রাকৃতিক বালামুছিবত ঝড় সাইক্লোনের মাঝে অতিকষ্টে অগণিত মাদ্রাসায় কোন কোন স্থানে শুধু মাত্র ধর্মপ্রাণ জনগণের চাঁদার মাধ্যমে ও ৭০% সরকারী সাহায্যে বেঁচে আছে। তাও আবার মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলো অনুদান পাবার ফলে জনগণের সাহায্য পায় না।

এ ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসাগুলোই জনগণের সাহায্যের সিংহভাগ পেয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়াও জনগণ জরুরী মনে করে অতিত্ব টিকিয়ে রাখার বিবেচনায়।

মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সদাশয় সরকারের পক্ষ থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃদ্ধি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পক্ষ থেকে (বিনা বেতনে পড়ার সুযোগসহ) বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। অদূরভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ অবস্থার আরো উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। দু'ধরনের পড়ার চাপে (সমন্বিত সিলেবাস) শিক্ষার্থীদের সবাই নিজ মেধা ও প্রজ্ঞার অভূতপূর্ব পরিচয়দানে সক্ষম হবে তেমনটি আশা করা না গেলেও মোটামুটি নানাবিধ উপকরণজনিত অভাব-অভিযোগ ও অনটনের মাঝেও বেশীর ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী 'ভালো করছে' এ কথা বললে অতিশয়োক্তি করা হবে না। কোন বিশেষ এলাকা বা মাদ্রাসার কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের আশানুরূপ সাফল্য প্রদর্শনে অসমর্থ হলেই সমগ্র দেশকে বা গোটা কাঠামো (ইনফ্রাস্টাকচার) নীতি বা স্কীমকে দোষী করা বা ধ্বংসাত্মক সমালোচনা না করে অক্লান্ত পরিশ্রম ও উন্নতির জন্য দোয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই যুক্তি যুক্ত বলে আমি মনে করি। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আমল থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিদারুণভাবে উপেক্ষিত ছিল, অনেক কমিশন অনেক স্কীম পরিকল্পনা যে মহান ধর্মীয় শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত করতে অপারগ ছিল; বর্তমান সদাশয় সরকার গভীর আগ্রহ ও যত্ন সহকারে তা প্রশংসিত পদক্ষেপে 'একটা শেইপে' দাঁড় করিয়ে জাতীয় জীবনে এক বিরাট অবদান রেখেছেন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ অবশ্যই এই মহান অবদান— এই মহান খেদমতের বিশেষ গুরুত্বসহ সসম্মানে সম্বাধরার করে আগামী দিনের 'সোনার মানুষ' তৈরীতে সহায়তা করবেন বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে আশা করে।

চলতি মাসের শেষের দিকে শিক্ষকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সপ্তাহে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত স্টলে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের এক দর্শক এবং বেসরকারী পর্যায়ের প্রকাশিতব্য মাসিক মাদ্রাসায় মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু জানা যাবে।

(সংশোধনী)ঃ নিবন্ধের (২৫-৯-৯৫ বাংলা) শুরুর দিকে ২৬ নং লাইনে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' স্থলে আধুনিক বিজ্ঞান পড়তে হবে। ৪ নং প্যারায় কামিলের ৪টি গ্রুপের স্থলে ৫টি গ্রুপ এবং পঞ্চমটি হবে কামিল মুজাব্বিদ এবং ১০০০ নম্বরের স্থলে ১১০০ নম্বর পড়তে হবে; মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) ১০০ নম্বর যোগ হবে। মাশাআল্লাহ্ এর বানানে 'শ', 'মাদ্রাসার প্রাপ্ত' স্থলে 'মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত' হবে। মাদ্রাসার বানান 'মাদ্রাসা' এবং এবতেদায়ী ইব্‌তেদায়ী এর কিছু পূর্বোক্ত বানান বহুল প্রচারিত বলে বিশেষ বিবেচনায় রাখা হল। ২য় কিস্তিতে সদাশয় সরকারও করবেন স্থলে করবেন না হবে।